জীবনবিমার আওতায় আসছেন বনবস্তিবাসীরা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ বনবস্তিবাসীদের জীবনবিমার আওতায় আনতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্যের বন দপ্তর। মূলত হাতির আক্রমণে মৃতের পরিবার যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্যই এই উদ্যোগ। হাতির হামলা প্রায়শই হয়, এমন বনবস্তিগুলিকে পর্যায়ক্রমে বিমার আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানা গিয়েছে। বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের বক্তব্য, 'অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হয় ওই পরিবারটিকে। প্রাথমিকভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যেই হাতি অধ্যুষিত এলাকার বনবস্তিবাসীদের বিমার আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি টুরিস্ট গাইড তৈরির ক্ষেত্রেও জোর দিচ্ছে বন দপ্তর।

হাতি-মানুষের সংঘাত উত্তরবঙ্গে নতুন কোনো ঘটনা নয়। বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং প্রকল্প চালু করা হলেও, সংঘাত এবং মৃত্যুর ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচ বছরের হিসেবে প্রতি বছর গড়ে রাজ্যে ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে উত্তরবঙ্গেই সংখ্যাটা বেশি। যেভাবে বন সংলগ্ন এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠছে, তাতে আগামী দিনে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা। প্রসঙ্গত, হাতির হামলায় বা আক্রমণে কারও মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে ক্ষতিপূরণ হিসেবে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় লেগে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়তে হয় মৃতের পরিবারকে। এই সমস্যার কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'বিমার টাকা পেলে মৃতের পরিবারটি সাময়িক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারবে।' জানা গিয়েছে, বনবস্তিবাসীকে নিয়ে গড়ে তোলা ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি বিমা সংস্থাকে প্রিমিয়াম দেবে। অর্থাৎ বিমার জন্য টাকা খরচ করতে হবে না বনবস্তিবাসীদের। বিমাটি করা হবে পাঁচ বছরের জন্য। ইতিমধ্যেই হাতি অধ্যুষিত এলাকার বনবস্তিবাসীর নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। পুজো শেষ হলেই তাঁদের বিমার আওতায় নিয়ে আসার কাজ শুরু হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

অন্যদিকে, বন দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার গাড়িধুরায় শুরু হয়েছে দুদিনের বনমহোৎসব। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিনয় তামাং। এদিন বন দপ্তরের তরফে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২০ জন টুরিস্ট গাইডের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার এবং ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির শেয়ারের টাকাও বনবস্তিবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

কদমতলার পুজো এবার ৪২ বছরে

মেখলিগঞ্জ, ১১ অক্টোবর ঃ মেখলিগঞ্জের কদমতলা কালচারাল ইউনিটের দুর্গাপুজো এবার ৪২ বছরে পদার্পণ করল। সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন বিজয় সরকার, শুভনারায়ণ সিং ও প্রবীর দাস। সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন লাল্টু বর্মন, সৌম্য নন্দী, তন্ময় ঘোষ ও গোবিন্দ রায়।

মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে আছেন সুবোধ রায়। প্রতিমা আসছে ময়নাগুড়ি থেকে। কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, মণ্ডপসজ্জায় থাকছে বাঁশের কারুকাজ।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৮৪.৯৩
ডিজেল টাঃ ৭৭.১৬

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

১১ অক্টোবরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৯.২	২৪.০
শিলিগুড়ি	৩০.৭	২২.২
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২০.৭
কোচবিহার	৩০.৬	২০.১
আলিপুরদুয়ার	২৯.৯	২০.০
মালদা	৩১.৭	২৩.৪
রায়গঞ্জ	৩১.৩	২৩.২
গ্যাংটক	১৯.৪	১২.৬

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ মেঘলা আকাশ, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বিন্দু বিসর্গ

ভিনরাজ্যের ওভারলোড ট্রাকের রমরমা

আলিপুরদুয়ারের ট্রাক মালিকরা বিপাকে

বীরপাড়া, ১১ অক্টোবর ঃ একদিকে ওভারলোডিং বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন, অন্যদিকে ওভারলোডিংয়ের বিরোধিতা করলে ভাড়া পাচ্ছেন না ট্রাক মালিকরা। ফলে প্রশাসনের নজর বাঁচিয়ে ফের ওভারলোডিং শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে।

ওভারলোডিং নিয়ে কিছুদিন ধরেই কড়া পদক্ষেপ করছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন। নির্ধারিত ওজনের চেয়ে বেশি পণ্য পরিবহণ করলেই গাড়ি আটকে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া চলছে লাগাতার। ফলে ২ অক্টোবর একপ্রকার বাধ্য হয়ে স্থানীয় থানা, জেলা পুলিশ সুপার, মোটর ভেহিক্যাল ইনস্পেকটর, মহকুমাশাসক ও জেলাশাসককে মাত্রাতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ না করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ট্রাক মালিকরা। তবে ফের শুরু হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত পণ্য পরিবহণ, অভিযোগ ট্রাক মালিকদেরই। এমন কয়েকজন ট্রাক মালিক জানান, জেলায় কিছু ব্যবসায়ী মূলত ভিনরাজ্যের নম্বরপ্লেট লাগানো ট্রাকগুলিকে ওভারলোডিংয়ের কাজে ব্যবহার করছেন। যাঁরা ওভারলোডিং করতে চাইছেন না, তাঁদের ট্রাকের কোনো ভাড়া জুটছে না। ফলে স্থানীয় কিছু ট্রাক মালিক ফের ওভারলোডিং করে বোল্ডার পরিবহণ করা শুরু করেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ। ট্রাক মালিকদের কয়েকজন সম্প্রতি বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছেন মাদারিহাটের বিডিও-কে। যদিও ওভারলোডিং কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

আলিপুরদুয়ার জেলায় বিভিন্ন এলাকা থেকে বালি, বজরি ও বোল্ডার পরিবহণের ক্ষেত্রে ওভারলোডিংয়ের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। লাগাতার অভিযোগ পেয়ে বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়ে প্রচুর ট্রাকও আটক করেছে জেলা প্রশাসন। এরপরেই ট্রাক মালিকদের অনেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আর ওভারলোডিং করে তাঁরা আইনি ঝামেলায় জড়াবেন না। তবে ভিনরাজ্যের ট্রাকগুলির সঙ্গে স্থানীয় কিছু ট্রাক মালিক ফের ওভারলোডিং শুরু করায় তাঁরা বিপাকে পড়েছেন বলে অভিযোগ বীরপাড়ার ট্রাক মালিক জাভেদ শেখ, রূপেশ শা, সাদ্দাম হোসেনদের। ট্রাক মালিকদের বক্তব্য, বানারহাটের কাছে সামসী ভুটান, বীরপাড়ার কাছে পাগলি ভুটান ও জয়গাঁ থেকে ট্রাক বোঝাই বোল্ডার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত হয়ে বাংলাদেশের বুড়িমারি পর্যন্ত যায়। গাড়ির আয়তন ও চাকার সংখ্যা হিসেবে আলাদাভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ ও ওজন নির্ধারিত করা রয়েছে। কিন্তু এতদিন ধরে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে তিনগুণ বেশি পণ্য পরিবহণ করত ট্রাকগুলি। তবে সম্প্রতি সেই লাগামছাড়া ওজনের পণ্য পরিবহণে রাশ টেনে ধরতে পথে নেমেছে জেলা প্রশাসন।

বীরপাড়ার ট্রাক মালিক জাভেদ শেখ বলেন, 'যাঁরা বোল্ডার কেনাবেচার ব্যবসা করেন, তাঁরা এখন ভিনরাজ্যের ট্রাক ভাড়া নিচ্ছেন। ফলে আমরা ভাড়া পাচ্ছি না। আমাদের রুজির ওপর খাঁড়া নেমে এসেছে। অনেকেই ব্যাংক ঋণ নিয়ে ট্রাক কিনেছেন। লোনের মাসিক কিস্তি ২০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত।' তিনি এখন ভাড়া পাচ্ছেন না। তাঁর দাবি, 'যাঁরা ওভারলোডিং করবে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। নতুবা আমরা ট্রাক বিক্রি করতে বাধ্য হব।' তিনি জানান, এথেলবাড়ি, বীরপাড়া, শিশুবাড়ি, মাদারিহাট, হাসিমারা এলাকায় শ-পাঁচেক ট্রাক রয়েছে। ভিনরাজ্যের ট্রাক এলাকায় ঢোকায় বিপাকে পড়েছেন ট্রাক মালিকরা।

একসময় ওভারলোডিং করে বোল্ডার সাপ্লাই করার রমরমা কারবার ছিল আলিপুরদুয়ার জেলায়। এমনকি, রীতিমতো এজেন্সি খুলে পুলিশ প্রশাসন সামলানোর কাজ করতেন জয়গাঁর এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার বিনিময়ে একটি একদিনের জন্য বৈধ কার্ড ইশ্যু করতেন। ওই কার্ড দেখিয়ে ওভারলোডিং ট্রাক নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের সামনে দিয়েই চলাচল করা যেত। তবে জেলাশাসক নিখিল নির্মলের নেতৃত্বে ওভারলোডিং বন্ধে পদক্ষেপ শুরু হওয়ায় ওই কার্ডের কারবার আপাতত বন্ধ রয়েছে। যদিও ওই চক্রটিকে আবার সক্রিয় করার চেষ্টা করছে কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিক।

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক নিখিল নির্মল বলেন, 'ওভারলোডিং বন্ধে কোনো সমঝোতা করা হবে না। গাড়িতে যে রাজ্যেরই নম্বরপ্লেট লাগানো থাকুক না কেন, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ওভারলোডিং বন্ধে লাগাতার অভিযান চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পুজো অনুদান নিয়ে মামলা গেল সুপ্রিমকোর্টে

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়া নিয়ে মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সুপ্রিমকোর্টে আপিল করলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌরভ দত্ত ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধৃতিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের পক্ষে মামলার সওয়াল করবেন আইনজীবী শুভাশিস ভৌমিক। আগামীকাল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর অধীনে তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যে ছোটো-বড়ো বেশ কয়েক হাজার পুজো কমিটিপিছু ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান দেওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছিলেন যে, মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নিজের পছন্দমতো পুজো কমিটিগুলির পিছনে ঢালছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পদক্ষেপ রাজনৈতিক ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রথমে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করলেও বুধবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্তের বেঞ্চ তাঁদের রায়ে জানায়, পুজোর অনুদান মামলায় রাজ্যের সিদ্ধান্তে নাক গলাবে না আদালত। একইসঙ্গে মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

এরপরই হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন সমাজসেবী সৌরভ দত্ত ও কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ধৃতিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধৃতিমানবাবু সুপ্রিমকোর্টে অভিযোগ জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনগণের টাকায় দানখয়রাতি করা অবৈধ। হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চরম অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুভাশিসবাবু সুপ্রিমকোর্টের কাছে তাঁর আবেদনে বলেন, অবিলম্বে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করুক শীর্ষ আদালত। একইসঙ্গে পুজো কমিটিগুলিকে অনুদান বিতরণ বন্ধ করা হোক।

জানা গিয়েছে, রাজ্যের পক্ষ থেকে আগামীকাল সওয়াল করবেন কপিল সিবাল ও তৃণমূল সাংসদ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যও সওয়াল করতে পারেন। উল্লেখ্য, পুজোকমিটিগুলিকে চাঁদা দেওয়ার পিছনে রাজ্য সরকারের ২৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

শতাধিক মৃৎশিল্পীর ঘুম কেড়েছে তিতলি

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

১১ অক্টোবর ঃ জলপাইগুড়ির শতাধিক মৃৎশিল্পীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আকাশের মুখ। এখন তাই মা দুর্গার মুখের দিকেই তাকিয়ে মৃৎশিল্পীরা। তিতলি ধেয়ে আসার খবরে তাঁরা বিচলিত। সন্ধের পর জলপাইগুড়ি শহরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামায় উদ্‌বেগের মাত্রা আরও বেড়েছে। বৃষ্টি বাড়লে সদ্য তৈরি প্রতিমা বাঁচাতে শিল্পীদের হিমসিম খেতে হবে। জলে যাবে এতদিনের পরিশ্রম, সব আয়োজন। জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীদের অধিকাংশই খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন। বৃষ্টি নামার আভাস পেতেই তাই বড়ো বড়ো প্লাস্টিক দিয়ে প্রতিমা ঢাকতে শুরু করেন মৃৎশিল্পীরা। তবে সবার কাছে প্রতিমা ঢাকার মতো পর্যাপ্ত প্লাস্টিকও নেই। চিন্তায় তাই দু-চোখের পাতা এক করার উপায় নেই মৃৎশিল্পীদের।

বর্ষীয়ান মৃৎশিল্পী গঙ্গারাম সূত্রধর জানান, দুই রাত্রি থেকে তাঁর ঘুম নেই। গত বছর বৃষ্টিতে পাঁচটি প্রতিমা নষ্ট হয়েছে। এবারও হাওয়া অফিসের যা খবর তাতে জানা যাচ্ছে, প্রকৃতি খুব একটা সদয় নয়। পুজোর আগে বৃষ্টি হবে। সন্ধেয় বৃষ্টি নামতেই সতর্কবার্তা বাস্তবে পরিণত হওয়ার উপক্রম হল। গঙ্গারামবাবু বলেন, 'কোনোরকমে চারটি প্রতিমা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকেছি। জানি না রাতে প্রতিমার কী হাল হবে। সবকিছুই উপরওয়ালার ভরসা।' অরবিন্দনগরের মৃৎশিল্পী জীবন পাল জলপাইগুড়ি জেলায় পুজো কমিটিগুলির কাছে খুবই পরিচিত নাম। প্রতিমা তৈরির খ্যাতির জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত তো বটেই, পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা থেকেও কয়েকটি পুজো কমিটি জীবনবাবুর কাছ থেকে প্রতিমা নেয়। তিনি জানান, তাঁর প্রতিমা তৈরির কারখানায় বেশি জায়গা নেই। তাই রাস্তার ধারেই প্রতিমা তৈরি করছেন। বৃষ্টি বাড়লে এখন তাই মহাবিপদ।

দীর্ঘদিন ধরেই মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরির কারখানার জন্য বড়ো জায়গার দাবি করছেন। তবে তাঁদের সেই দাবি অধরাই থেকেছে। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। ইতিমধ্যে পুজো চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় বিপদে পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। মৃৎশিল্পী উত্তম পাল দীর্ঘদিন ধরে অরবিন্দনগরে প্রতিমা তৈরি করেন। বিকল্প পথ না থাকায় তিনিও রাস্তার ধারেই প্রতিমা রেখেছেন। আকাশের মুখ ভার দেখে তাঁরও মুখ ভার। শেষ মুহূর্তে এখন শহরের শতাধিক মৃৎশিল্পী গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন। সন্ধের পর বৃষ্টি নামায় এদিন তাঁদের কাজ থমকে যায়। প্রকৃতির উপর কারও হুকুম চলে না। এই অবস্থায় মা দুর্গার উপরেই তাই ভরসা রাখছেন মৃৎশিল্পীরা।

জনপ্রতিনিধিদের পুজোয় এলাকায় থাকার নির্দেশ

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর ঃ আগামী দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে সবস্তরের জনপ্রতিনিধিকে তাঁদের নিজস্ব নির্বাচনি কেন্দ্রে থাকার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। পুজোর সময় এলাকায় যাতে কোনো সমস্যা তৈরি না হয়, জনসংযোগের সঙ্গে সেটাও হবে জনপ্রতিনিধিদের দেখায় অন্যতম বিষয়। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে রাজ্যজুড়ে দলীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে এমন নির্দেশিকা এলেও কোচবিহার জেলার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে তা একটু ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

দল নেতৃত্বের তরফে যে নির্দেশিকা এসেছে তাতে বলা হয়েছে, এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা যাতে ঠিকঠাক থাকে, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, বহিরাগতরা যাতে এলাকায় ঝামেলা করতে না পারে, সে সব বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের নজর রাখতে হবে। বলাবাহুল্য পুজোর দিনগুলিতে জনসংযোগের বিষয়টিও অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে। কিন্তু কোচবিহার জেলার বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ করে দিনহাটা মহকুমা সহ অন্যত্র খুব স্বস্তিদায়ক জায়গায় নেই। কারণ দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পাশাপাশি দিনহাটা মহকুমায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের যুব শাখা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাবলিতে চরম অস্বস্তিতে রয়েছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বও।

ইতিমধ্যেই, দিনহাটা ১ নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি ক্লাব মিলে যে বড়ো আকারে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হত প্রতিবার, এবার হোঁচট খেয়েছে। দিনহাটা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র অলোক নিতাই দাসের মৃত্যুতে তাঁর ক্লাব পুজো থেকে সরে এসেছে। বাকি দুটি সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনো মতে নমো নমঃ করে পুজোর ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক উদয়ন গুহকে দলের নির্দেশে এলাকায় থাকতেই হচ্ছে যাতে উৎসবকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। কারণ সামনের বছরেই লোকসভা নির্বাচন। দল এবং তার শাখা সংগঠনের মধ্যে এখানে যে ধরনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক তার আশু অবসানের পথ দেখছে না জেলার রাজনৈতিক মহল। বরং কোনো কোনো মহল থেকে উত্তেজনা উসকে দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। পুজোর ভিড়কে কাজে লাগিয়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলাপরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা সহ বিধায়ক, সাংসদও। দল সূত্রে জানা যাচ্ছে, জনসংযোগের পাশাপাশি, দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে মহাকালধামের কাছে পথ আটকে তিন হাতি। ছবি ঃ শুভদীপ শর্মা

হাতির পথ অবরোধে খুশি পর্যটকরা

লাটাগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শাবক সহ তিন হাতির পথ অবরোধে নাকাল হতে হল নিত্যযাত্রী তথা সাধারণ মানুষকে। তবে সকাল সকাল হাতের নাগালে হাতি দেখতে পেয়ে বেজায় খুশি পর্যটকরা। বৃহস্পতিবার সকাল নটা নাগাদ তিন তিনটি হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে মহাকালধামের কাছে। এর জেরে প্রায় আধঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কে।

গত কয়েক দিন ধরে গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনার ও জঙ্গল সাফারিতে গিয়ে বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছিল না ডুয়ার্সে আসা পর্যটকদের। বুধবার পর্যন্ত পরিস্থিতি ছিল একই। তবে এদিন আচমকাই তা বদলে যায়। এদিন সকালে প্রতিদিনের মতোই গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝে লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। বহু যাত্রী বোঝাই গাড়ি ও পর্যটক বোঝাই গাড়ি চলছিল জাতীয় সড়ক দিয়ে। হঠাৎই ওই পথে মহাকালধামের কাছে শাবক সহ তিনটে হাতি রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার দু-পাশে আটকে যায় বহু যানবাহন। জাতীয় সড়কের ওপর হাতি দলের অবরোধের খবর নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকায় ভিড় জমে যায় পর্যটকদের। চোখের সামনে হাতি দেখতে পেয়ে অনেকেই ছবি তোলা শুরু করেন। কলকাতার যাদবপুরের রূপঙ্কর দে জানান, গত ৪ দিন ধরে ডুয়ার্সে রয়েছেন । টাকা খরচ জঙ্গল সাফারি ও গরুমারার নজরমিনারে গিয়েও কোনো বন্যপ্রাণী দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। তবে এদিনের এই ঘটনা তাঁদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনভরে হাতির পাল দেখার পাশাপাশি দলটিকে ক্যামেরাবন্দিও করেছেন তাঁর মতো অসংখ্য পর্যটক। তবে পর্যটকরা খুশি হলেও বিরক্তি বাড়ছিল এই পথে চলাচলকারী নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। বহু গাড়ি আটকে পড়েছিল এই পথে। অনেকের জরুরি কাজও ছিল। হাতিদের অবরোধের জেরে তাঁরা নির্দিষ্ট সময় গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি। অনেক গাড়ির চালক জাতীয় সড়ক থেকে হাতি সরাতে হর্নও বাজান। তবে কিছুতেই জঙ্গলে ঢোকানো যায়নি হাতি তিনটিকে। অবশেষে খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে সেগুলিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান। তারপর স্বাভাবিক হয় ওই পথে যান চলাচল। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভেন্দু দাস জানান, রাস্তার দু-পাশেই জঙ্গল। রাস্তাটি হাতিদের যাতায়াতের করিডর। এরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁরা হাতিগুলোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান।

বিন্নাগুড়িতে চারটি ময়ূর উদ্ধার ঃ বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা বৃহস্পতিবার চারটি অসুস্থ ময়ূর উদ্ধার করলেন। বানারহাট থানার বিভিন্ন চা বাগান থেকে গত ছয়দিনে সাতটি ময়ূর উদ্ধারের ঘটনায় বিন্নাগুড়ি সহ বানারহাট এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার কারবালা চা বাগান থেকে তিনটি এবং বানারহাট চা বাগান থেকে একটি অসুস্থ ময়ূর উদ্ধার করেন বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীরা। এই সপ্তাহেই আরও তিনটি ময়ূর চা বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন উদ্ধার হওয়া অসুস্থ ময়ূরগুলিকে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন, চা বাগানে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রভাবেই এতগুলি ময়ূর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের আধিকারিক জলধর রায় বলেন, 'অনেক সময় বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা থেকে ময়ূরগুলি খাবারের খোঁজে চা বাগান এলাকায় ঢুকে পড়ে। চা বাগানে কীটনাশক ছড়ানো থাকলে সেগুলি ময়ূরের পেটে গেলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। ময়ূরগুলিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য লাটাগুড়ি পাঠানো হয়েছে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর সেগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

অপুষ্টিতে আক্রান্ত মা ও শিশুকে স্পেশাল প্যাকেজ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ অপুষ্টিতে আক্রান্ত সদ্যোজাত শিশু এবং তাঁর মায়ের জন্য বছরে বিশেষ প্যাকেজ দেবে খাদ্য দপ্তর। এই প্যাকেজে চাল, ডাল, আটা এবং সয়াবিন থাকবে। একবছর এই প্যাকেজ দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সন্তান জন্মানোর পরে বহু মহিলাই অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগেন। ফলে সন্তানদের শারীরিক বিকাশও সেভাবে না হওয়ায় বিভিন্ন রোগভোগ দেখা যাচ্ছে। তাই আমরা এই প্রকল্প হাতে নিয়েছি। নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের নথি অনুযায়ী এই প্যাকেজ দেওয়া হবে।'

মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, 'আমরা নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় এই প্রকল্প চালু করছি। সেই দপ্তর থেকেই আমাদের হাতে অপুষ্টিতে আক্রান্ত মা এবং শিশুর তালিকা আসবে। আমাদের দপ্তর থেকে কুপন করে দেওয়া হবে। সেই কুপন নিয়ে র‍্যাশন দোকানে গেলে এই খাদ্য সামগ্রীগুলি দেওয়া হবে। প্রথম বছর আমরা ১০ হাজার মহিলাকে এই প্যাকেজ দেব। এই প্যাকেজে থাকবে চাল পাঁচ কেজি, দুই কেজি মশুর বা মুগের ডাল, দুই কেজি আটা এবং এক কেজি সয়াবিন। সন্তান জন্মানোর পর থেকে একবছর পর্যন্ত বিনা পয়সায় এই প্যাকেজ দেওয়া হবে। পরবর্তী বছরে আরও নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'

বক্সিরহাটে থিম কেরলের বন্যা

বক্সিরহাট, ১১ অক্টোবর ঃ এবারের শারদোৎসবে কেরলের ভয়াবহ বন্যা আসছে বক্সিরহাটে। বক্সিরহাট থেটার পাড়ের বিদ্রোহী সংঘের এবারের পুজোর থিম কেরলের বন্যা। বারকোদালির চিত্রশিল্পী প্রকাশচন্দ্র মণ্ডলের পরিকল্পনায় ও নেতৃত্বে পুজোমণ্ডপে কেরলের বন্যার ভয়াবহতা তুলে ধরতে ব্যস্ত রয়েছেন বিদ্রোহী সংঘের সদস্যরা। এ বছর তাঁদের পুজো ৪০ বছরে পদার্পণ করল বলে জানান যুগ্ম সম্পাদক কৌশিক শীল, অভিষেক বর্মন ও ক্লাব সভাপতি দীপক সাহা। তাঁরা জানান, মণ্ডপের পাশাপাশি চন্দননগরের আলোকসজ্জাও দর্শকদের আকর্ষণ করবে। শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁরা সাফাই অভিযান, বৃক্ষরোপণ ও দুস্থদের বস্ত্রদান করারও উদ্যোগ নিয়েছেন বলে ক্লাব কর্তারা জানান।

গ্রামবাসীদের তাড়া

মাদারিহাট, ১১ অক্টোবর ঃ গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে গোরু ও বাইক ছেড়ে পালিয়ে গেল এক ব্যক্তি। মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙাবাড়িতে এ ঘটনা ঘটেছে। তবে ওই ব্যক্তি গোরুচোর কিনা সে সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত কিছু বলতে পারেনি।

হাটে চাঁদা নিয়ে ক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

'ব্যবসা ভালো হলে চাঁদা দিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এবার বাজার খুবই খারাপ। তবু চাঁদা দিতেই হচ্ছে। পুজো কমিটিগুলি বিষয়টি বোঝার চেষ্টাই করছে না।' ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, একটু দূরের পুজো কমিটিগুলির চাঁদার হার দশ, বিশ বা পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু কাছাকাছির পুজোগুলিতে চাঁদার হার অনেকটাই বেশি। দুশো, পাঁচশো থেকে শুরু করে এক হাজার টাকা পর্যন্ত স্থানীয় পুজোতে চাঁদা দিতে হচ্ছে। বাইরের ব্যবসায়ীরা সারা বছর হাটে এসে ব্যবসা করেন। তাই সেভাবে প্রতিবাদ করারও সাহস পাচ্ছেন না। শালকুমারহাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি নিখিল সরকার বলেন, 'গ্রামের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে চাঁদার দল হাটে আসছে, এটা ঠিক। তবে চাঁদা তোলা নিয়ে এখনও কোনো ঝামেলা হয়নি। এদিন ব্যবসায়ী সমিতি থেকেও হাটে নজরদারি চালানো হয়।' শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ বিশ্বাস বলেন, 'এই হাটে চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সমিতির অনুমতি প্রয়োজন। আমাদের অনুমতি ছাড়া কেউ চাঁদা তুলতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কোনো জুলুমবাজি বরদাস্ত করা হবে না। আগামী শনিবারের হাটে কড়া নজরদারি চালানো হবে।' সোনাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি তাপস হোড় বলেন, 'শিলবাড়িহাট বা শালকুমারহাটের কোনো ব্যবসায়ী চাঁদার জুলুমবাজি নিয়ে এখনও কোনো অভিযোগ জানাননি। নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে।' এদিকে শালকুমারহাটের একটি স্থানীয় পুজো কমিটির এক কর্মকর্তা অবশ্য চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে জুলুমবাজির অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'কোনো জুলুম করা হচ্ছে না। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সাধ্যমতো চাঁদা নেওয়া হচ্ছে।'

হাটে হাপিত্যেশ

প্রথম পাতার পর

আশেপাশের লোকজন আজকাল এমনিতেই কম হাটে আসেন। এমনকি, পুজোর আগে চা বাগানের ক্রেতাদের ভিড়ও দেখা যাচ্ছে না। আজ দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মাত্র একজন ক্রেতা পেয়েছি। এভাবে ব্যবসা করা মুশকিল।' বস্ত্র ব্যবসায়ী সুকুমার বসাক বলেন, 'সকাল থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বউনি পর্যন্ত হয়নি।' আরেকবস্ত্র ব্যবসায়ী দুলাল মিয়াঁ বলেন, 'আসলে চা বাগানের শ্রমিকরাও এখন একটু চকচকে দোকানে কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন। কেউ আবার বাজার করার অছিলায় শহর ঘুরে আসেন। আজ সকালে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভিড় করে পুজোর কেনাকাটা করতে শিলিগুড়ি গিয়েছেন গোপালপুর চা বাগানের অনেক শ্রমিক। তাই, আমাদের দোকানে ক্রেতা নেই।' হাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে বীরপাড়ার লিটন পণ্ডিত, গোপাল পণ্ডিত, রাঙ্গালিবাজনার শৈলেশ রায় বলেন, 'হাট ব্যবসার হাল খারাপ।' শিশুবাড়ি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রতন বসাক বলেন, 'মানুষ আজকাল কমই হাটে আসেন। লোকসানের মুখে পড়েছেন হাট ব্যবসায়ীরা।' মুজনাই চা বাগানের হাটখোলা লাইনের বাসিন্দা চা শ্রমিক সুনীল ওরাওঁ বলেন, 'আমরা ছোটোবেলা থেকেই শিশুবাড়ি হাটে কেনাকাটা করি। কিন্তু এখনকার লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়েরা আর হাটে কেনাকাটা করতে চায় না। ওরা শহর পছন্দ করে।' গোপালপুর চা বাগানের শ্রমিক সংগঠনের নেতা উত্তম সাহা বলেন, 'গোপালপুরের বাসিন্দারা এখন আর শিশুবাড়ি হাটে পুজোর বাজার করতে কমই যাচ্ছেন। ওরা ছুটছেন শহরে।'

ঝড়ে লন্ডভন্ড অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম। বৃহস্পতিবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

অন্ধ্র-ওডিশায় মৃত ৮

প্রথম পাতার পর

ওডিশার গঞ্জাম, গজপতি, পুরী, খুর্দা এবং জগৎসিংহপুর জেলার। গোপালপুরের পরেই ওডিশায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে গঞ্জাম জেলার। এছাড়া, ওডিশার ব্রহ্মপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরীতেও মারাত্মক প্রভাব পড়েছে তিতলির। ওই এলাকা থেকে কয়েক হাজার মানুষকে ইতিমধ্যে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এদিন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হতেই হোটেলগুলি খালি করে দেওয়া হয়। পর্যটকদের সরিয়ে দেওয়া হয় নিরাপদ আস্তানায়। গোপালপুর, গঞ্জাম ছাড়াও কেন্দাপাড়া, ব্রহ্মপুরে বহু বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের জেরে কলকাতা থেকে ভুবনেশ্বর ও কলকাতা থেকে বিশাখাপত্তনমের বিমান চলাচল বাতিল করা হয়েছে। তিতলির জেরে বাতিল করা ছাড়াও সময়সূচি ও যাত্রাপথও বদলাতে হয়েছে বহু ট্রেনের। বিশেষ করে, দক্ষিণ ভারত থেকে যে ট্রেনগুলি হাওড়ায় আসবে সেগুলির সময় পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমে বলা হয়েছিল, তিতলির প্রভাবে নিম্নচাপ অন্ধ্র ও ওডিশা উপকূলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে না। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের সাম্প্রতিক খবর, দুর্যোগমুক্ত থাকতে পারবে না এ রাজ্যও। শুক্র ও শনিবার রাজ্যের উপকূলে ঢোকার কথা তিতলির। তবে তা আসবে নিম্নচাপ হিসেবে। এর প্রভাবে আগামী দুদিন ভারী বৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত ৩

জাকার্তা, ১১ অক্টোবর ঃ ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ভূমিকম্প ও তার জেরে সুনামির আতঙ্কের রেশ এখনও কাটেনি। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার ফের কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া। এদিন ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে জোরালো ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩ জনের। তবে এখনও পর্যন্ত সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি। বুধবার রাতে ঘটা পাপুয়া নিউ গিনির ভূমিকম্পের আফটার শক হিসাবেই এদিন ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপ কেঁপে ওঠে বলে ভূবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এদিন রাশিয়াতেও জোরালো কম্পন অনুভূত হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে প্রথম ভূমিকম্পটি হয় ব্রিটিশ দ্বীপ পাপুয়া নিউ গিনিতে। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭। যদিও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে ওই কম্পনের আফটার শক হিসাবে পাপুয়া নিউ গিনিতে পরপর তিনটি কম্পন হয়। ওই কম্পনগুলির তীব্রতা ছিল যথাক্রমে ৫.৭, ৫.৯ এবং ৬.২। এরপর এদিন ভোরে ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে ৬.৩ মাত্রার জোরালো ভূকম্প হয়। এই কম্পনে বালিদ্বীপে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে এবং ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর প্রধান জানিয়েছেন। এরপর এদিন সকাল সওয়া দশটা নাগাদ কেঁপে ওঠে রাশিয়ার পূর্বে কুরিল দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৬.৭। এই কম্পনের ঘণ্টাখানেক পর ফের ৫.২ মাত্রার আফটার শক অনুভূত হয় কুরিলে। তবে সেখানে এখনও পর্যন্ত প্রাণহানি বা ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

ভারতের শেয়ার বাজারে পতন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজারের পতনের পিছনে আন্তর্জাতিক কারণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ শেয়ারের মধ্যে ২৮টির পতন হয়। তার মধ্যে এসবিআই এবং টাটা স্টিল ছিল অন্যতম।

অন্যদিকে, দেশের সবথেকে বড়ো সফটওয়্যার রপ্তানিকারক সংস্থা টিসিএস এদিন জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে ২২.৬ শতাংশ লাভ ঘোষণা করেছে। এই লাভের পরিমাণ ৭৯০১ কোটি টাকা। গত আর্থিক বছরে একই কোয়ার্টারে তাদের লাভের পরিমাণ ছিল ৬৪৪৬ কোটি টাকা। টিসিএস জানিয়েছে, তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে ২০.৭ শতাংশ। এর পরিমাণ ৩৬৮৫৪ কোটি টাকা। গতবছর একই কোয়ার্টারে তাদের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০৫৪১ কোটি টাকা। টিসিএসের এমডি ও সিও রাজেশ গোপীনাথন বলেছেন, 'সংস্থার সার্বিক পারফরম্যান্সে আমরা খুশি। ডিজিট্যাল প্রযুক্তিতে রূপান্তরের চাহিদা বাড়তে থাকায় আমাদের রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, ব্যাংকিং, বিমা এবং খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে টিসিএসের ভূমিকা ইতিবাচক। অ্যানালিটিক্স, ক্লাউড এবং অটোমেশনের ক্ষেত্রেও সংস্থা ভালো ফল করেছে বলে জানা গিয়েছে।